তরঙ্গে দাও তুমুল নাড়া

(শত কবিতায় বিশ্বাসের বয়ান)

মুজাহিদ শুভ (সম্পাদিত)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
০১.	আমাদের মিছিল	আল মাহমুদ	১৩
০২.	বখতিয়ারের ঘোড়া	আল মাহমুদ	১৫
০৩.	কদর রাতের প্রার্থনা	আল মাহমুদ	১৭
০৪.	দিগ্বিজয়ের ধ্বনি	আল মাহমুদ	২০
০৫.	প্রার্থনার ভাষা	আল মাহমুদ	২২
০৬.	নীল মসজিদের ইমাম	আল মাহমুদ	২৫
০৭.	আওলাদ	ফররুখ আহমেদ	২৭
০৮.	হে নিশান-বাহী	ফররুখ আহমদ	৩১
০৯.	পাঞ্জেরি	ফররুখ আহমেদ	৩৪
১০.	সাত সাগরের মাঝি	ফররুখ আহমেদ	৩৬
১১.	এক আল্লাহ জিন্দাবাদ	কাজী নজরুল ইসলাম	৩৯
১২.	কান্ডারি হুঁশিয়ার	কাজী নজরুল ইসলাম	৪২
১৩.	ভয় করিও না, হে মানবাত্মা	কাজী নজরুল ইসলাম	৪৪
১৪.	দুঃশাসনের রক্তপান	কাজী নজরুল ইসলাম	৪৭
১৫.	একটি অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার	আসাদ বিন হাফিজ	৫১
১৬.	পাশ্চাত্যের লাশ	আসাদ বিন হাফিজ	৫৬
১৭.	একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের জন্য	শাকিল রিয়াজ	৬০
১৮.	সাদা গম্বুজ	মোশাররফ হোসেন খান	৬২
১৯.	জিহাদ	মোশাররফ হোসেন খান	৬৪
২০.	শহিদ	মোশাররফ হোসেন খান	৬৬
২১.	আরাধ্য কাফন	মোশাররফ হোসেন খান	৬৮
২২.	পূর্বলেখ	মোশাররফ হোসেন খান	৭০

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
২৩.	তরঙ্গে দাও তুমুল নাড়া	মোশাররফ হোসেন খান	৭২
২৪.	ক্রীতদাসের চোখ	মোশাররফ হোসেন খান	৭৩
২৫.	ভয়ের বরফ যুগ	ফজলুল হক তুহিন	৭৫
২৬.	প্রতিদিন একটি মৃত্যুর ঘ্রাণ	ফজলুল হক তুহিন	৭৭
২৭.	সাহসের ছিন্নমুকুল	মাহফুজুর রহমান আখন্দ	৭৮
২৮.	মরতেই হচ্ছে যখন	মাহফুজুর রহমান আখন্দ	৮০
২৯.	আমিই ইমাম	আহমদ বাসির	৮২
৩০.	অনেক বিজয় এসেছে আবার	মতিউর রহমান মল্লিক	৮৪
৩১.	তবুও আকাশে চাঁদ	মতিউর রহমান মল্লিক	৮৬
৩২.	কাফেলা	মতিউর রহমান মল্লিক	৯০
৩৩.	তুমি কি এখন	মতিউর রহমান মল্লিক	৯১
৩৪.	একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্য	মতিউর রহমান মল্লিক	৯৪
৩৫.	মনজিল কত দূরে	মতিউর রহমান মল্লিক	৯৫
৩৬.	চোখের বিরুদ্ধে চোখ	জাকির আবু জাফর	১০০
৩৭.	স্বপ্ন অথবা স্বপ্নতুল্য মন	জাকির আবু জাফর	১০২
৩৮.	আরব্য প্রান্তর	ওয়াসিম রহমান সানী	১০৩
৩৯.	কাবার ইমাম আপনি জাগুন	মুহিব খান	১০৪
৪০.	মৌলবাদী	মুহিব খান	১০৭
৪১.	অন্ধকার হয়ে গেল পৃথিবীটা	আল মুজাহিদী	১০৯
৪২.	তুমিই আনন্দ	জালালউদ্দিন রুমি	১১১
৪৩.	আসসালাতু খয়রুম মিনান নাউম	সাইফ আলি	১১৪
৪৪.	আযান	কায়কোবাদ	১১৫
৪৫.	অস্থিরতা	শাহীনা পারভীন শিমু	১১৭
৪৬.	শ্বাশ্বত বিজয়	শাহীনা পারভীন শিমু	১১৯
৪৭.	অনিবার্য ফুসে ওঠা	শাহীনা পারভীন শিমু	১২১
৪৮.	তারেকের দুআ	আল্লামা ইকবাল	১২২

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
৪৯.	আমার মৃত্যু সংবাদ	আমিরুল মোমেনীন মানিক	১২৩
৫০.	যুদ্ধ	আফসার নিজাম	১২৬
৫১.	ইবাদতগুলি প্রার্থনাগুলি	আবদুল হাই শিকদার	১৩০
৫২.	আমার নামাজ	আবদুল হাই শিকদার	১৩৪
৫৩.	অমিয়তম	আবদুল হাই শিকদার	১৩৬
৫৪.	লানত	আবদুল হাই শিকদার	১৩৮
৫৫.	নতুন হোসেন নব কারবালা	আব্দুল হাই শিকদার	১৪১
৫৬.	আলোকিত অতীত	গোলাম মোহাম্মদ	১৪৩
৫৭.	হে দ্রুতগামী	গোলাম মোহাম্মদ	১৪৪
৫৮.	অঙ্গীকার	গোলাম মোহাম্মদ	১৪৬
৫৯.	ঝড়ের রাত্রে	গোলাম মোহাম্মদ	১৪৮
৬০.	যুদ্ধের কোরাস	নূরুর রহমান বাচ্চু	১৫০
৬১.	স্বপ্ন বিশ্বাসের ডানা	চৌধূরি গোলাম মওলা	১৫২
৬২.	শব্দগুলো একান্ত আমাদের হোক	চৌধুরী গোলাম মাওলা	১৫৫
৬৩.	যে জয়লাভ করে	সৈয়দ আলী আহসান	১৫৭
৬৪.	ফিলিস্তিনি এক যুদ্ধাহতের রোজনামচা	মাহমুদ দারবিশ	১৬০
৬৫.	শহিদেরা যখন ঘুমোতে যায়	মাহমুদ দারবীশ	১৬৩
৬৬.	মানুষ প্রসঙ্গ	মাহমুদ দারবিশ	১৬৪
৬৭.	পরিচয়পত্র	মাহমুদ দারবিশ	১৬৫
৬৮.	সদরুদ্দীন	ফরহাদ মজহার	১৬৮
৬৯.	মানস সরোবর	ফরহাদ মজহার	১৭০
৭০.	মৃত্যু	আহসান হাবীব	১৭৩
৭১.	আগুন	আহসান হাবীব	১৭৪
৭২.	সেই অস্ত্র	আহসান হাবীব	১৭৫
৭৩.	মিছিলে অনেক মুখ	আহসান হাবীব	১৭৭
৭৪.	শহীদদের প্রতি	আসাদ চৌধুরী	১৭৯

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
৭৫.	বিশুদ্ধ ত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত	আসাদ চৌধুরী	১৮০
৭৬.	শান্তির শেষ শ্বেত কবুতর	সায়ীদ আবুবকর	১৮১
৭৭.	যুদ্ধই জীবন	সায়ীদ আবুবকর	১৮৩
৭৮.	জীবন জিন্দাবাদ	সায়ীদ আবুবকর	১৮৪
৭৯.	ঘুম	সায়ীদ আবুবকর	১৮৫
৮০.	কুয়াশার ডুবে আছে নদীগণ	জাহাঙ্গীর ফিরোজ	১৮৬
৮১.	দুয়ারে ঘোড়া প্রস্তুত	হাসান আলীম	১৮৮
৮২.	অমরত্বের সঙ্গীত	মোরশেদা হক পাপিয়া	১৮৯
৮৩.	নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়	হেলাল হাফিজ	১৯১
৮৪.	এখানে আকাশ	গাজী এনামুল হক	১৯২
৮৫.	প্রেরণার প্রজ্জ্বলিত বাতিঘর	আবুল আলা মাসুম	১৯৩
৮৬.	আলোর পতাকা	এমদাদুল হক নূর	১৯৫
৮৭.	যে কথা না বললেই নয়	গুন্টার গ্রাস	১৯৭
৮৮.	ভালো থাকা বাধ্যতামূলক	বান্দা হাফিজ	২০০
৮৯.	সোনালি মঞ্জিল	সিরাজুল ইসলাম	২০৩
৯০.	শাহাদাতের বসন্তকাল	নাসীর মাহমূদ	২০৫
৯২.	আজ রাত বিপ্লবের	শাহ মোহাম্মদ ফাহিম	২০৯
৯৩.	যোদ্ধা বাবার ছেলে	আবিদ আজম	২১০
৯৪.	তোমার ভস্মস্তূপের ভেতর থেকে	রেজাউদ্দীন স্টালিন	২১৩
৯৫.	উপমহাদেশ, কাশ্মীর	রেজাউদ্দীন স্টালিন	২১৫
৯৬.	লড়াই ঘোষণা	সোলায়মান আহসান	২১৭
৯৭.	বিশ শতকের ইশতেহার	সোলায়মান আহসান	২১৮
৮৮.	অপেক্ষার প্রহর	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২২১
৯৯.	টিপু সুলতানের অসিয়ত	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২২৩
১০০.	এপিসল–১	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২২৪

কান্ডারি হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি- নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জায়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার!!

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার!!

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরন,
কান্ডারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
‘হিন্দু না ওরা মুসলিম?’ ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারি! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র!

গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কান্ডারি! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
‘করে হানাহানি, তবু চলো টানি’, নিয়াছ যে মহাভার!

কান্ডারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, কান্ডারি হুঁশিয়ার!

একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের জন্য

শাকিল রিয়াজ

মহিমান্বিত মরুভূমির উচ্ছ্বাস কুড়িয়ে নিয়ে
পৃথিবীর গলায় পরাবো বলে
রক্তে রক্তে এক উতফুল্ল মালা গেঁথেছি।

রাসূল, তুমি মাথা নোয়াতে নির্দেশ দাও
কয়েক ফোঁটা অনির্বাণ আলো মাত্র
ঢেলে দিতে চাই এই আহত পৃথিবীকে
এই দুঃস্বপ্নের সময়কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে
পবিত্র চৈতন্য কাঁধে নিয়ে যেন
ঠিক ঠিক পৃথিবীকে নিয়ে যেতে পারি
তোমার স্নিগ্ধ যুগারম্ভে।

রাসূল, সেখানে আমাদের নিয়ে
ঘুরে বেড়াবে কি ঠিক আগের মত?
প্রতিটি ভ্রান্ত ঠোঁটের কাঁপনে
তুমি কি পড়াবে না ফুলেল বাণী?
আমাদের পৃথিবীতে এখন বাণীর খুব প্রয়োজন

জানি একবারই মাত্র তোমার শুদ্ধতা ঢেলেছিলে
বিনষ্ট বিশ্বাসের ভস্মাবশেষে
আজ সেই মতে পৃথিবী প্লাবন হবে না আবার?
এই নিকানো চক্রবালের ক্ষতবিক্ষত সিথানে
শুদ্ধতম শাসনতন্ত্র ফোটাবে না কোনদিন ফুল?

আমরা, তোমার অনুসারীরা
অতল অন্ধকারের কানে কানে
অপরাহ্নের ধোয়াকার মানচিত্রে
ব্যক্তিগত অবিশ্বাসের পাটাতনে
গহ্বরের গোলক ধাঁধায়
জীবনের পৌত্তলিক প্রলুব্ধে
রক্ত থেকে রক্তান্তরে
তোমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি।

চেয়ে দেখো হে রাসূল
একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের জন্য
আমরা কতকাল ধরে কেঁদে চলেছি।

পূর্বলেখ

মোশাররফ হোসেন খান

আমার কবিতা পড়ে যদি কোনো রমণী
প্রসব করে বসে হিংস্র শাবক
যদি কোনো শিকারি কৃষকের গান ভুলে
যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে তাক করে বসে
পাপিষ্ঠ বুক
তবে আমার কী দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোনো শিশু
খেলনা পিস্তল ছুঁয়ে শপথ নিয়ে বসে
যদি কোনো যুবক ভুলে যায় যুদ্ধের নেশায়
পত্নীর গালে চুমো দিতে
তবে আমার কী দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোনো কিশোর
কঠিন অঙ্গীকারে ছেড়ে যায় মায়ের কোল
যদি কোনো বৃদ্ধ তুলে নেয় হ্যামিলনের বাঁশী
কিংবা কোনো অগ্নিপুরুষ যদি জ্বালিয়ে দেয়
জালিমের ঘর-দোর
তবে আমার কী দোষ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোনো পিশাচ
সম্ভাব্য দাঙ্গা থেকে মুক্তি পেতে পান করে বসে
হেমলকের পেয়ালা
তবে আমার কী দোষ?

আমার কবিতার গোলক থেকে যদি
ছিটকে পড়ে কোন আগুনের শব্দপিণ্ড
আর তাতে যদি ভস্মিভূত হয়ে যায়
তাবৎ পৃথিবী
তবে আমার কী দোষ, কী দোষ?

তরঙ্গে দাও তুমুল নাড়া

মোশাররফ হোসেন খান

এখনো ঘুমিয়ে আছো? জেগে উঠো সাহসী তরুণ
আঁধার চৌচির করে ছিঁড়ে আনো নবীন অরুণ।
তোমাদের পদক্ষেপ হোক সুকঠিন দৃঢ় শিলা
বক্ষ হোক টান টান একেকটি ধনুকের ছিলা।

চেয়ে দেখো কারা যায় স্বপ্নের মিছিল নিয়ে দূরে
আকাশ বাতাস মুখরিত আজ তাদেরই কণ্ঠসুরে।
কেউ বলে লাভাস্তূপ কেউ বলে সাহসের গতি
কেউ বলে ছুটেছে তুরকি ঘোড়া, কেউ বলে জ্যোতি।

সাগর মথিত করে তুমিও তাদের সাথী হও
মুক্তির মিছিলে তুমিও যুবক জাগ্রত সদা রও।
ফুঁসেছে জোয়ার কে রুখবে আর
এবার জাগাও ঘুমের পাড়া,
দরিয়ার বুকে আঘাত হানো বারবার
তরঙ্গে দাও তুমুল নাড়া।

ছিঁড়ে যাক পাল ভেঙে যাক হাল আসুক তমসা ঘোর
সপ্তসিন্ধু পাড়ি দিয়ে তবু আনতেই হবে নতুন ভোর।

প্রতিদিন একটি মৃত্যুর ঘ্রাণ

ফজলুল হক তুহিন

প্রতিদিন একটি মৃত্যুর ঘ্রাণ আচ্ছন্ন আবেগী করে আমাদের প্রাণ
প্রতিদিন আমার মা পুত্রশোকে দিনরাত বিলাপের সুরে
রোদনের বসন্ত হৃদয়ে ডেকে নিয়ে আসে
সারাক্ষণ বাবা হু হু শব্দে ক্রন্দনের ঢেউ তুলে আছড়ে পড়েন ছত্রখান হয়ে
বড়োভাই মৃত্যুর শঙ্কায় শোকে মাথা নিচু করতে করতে এখন গুহাবাসী
বোনেরা স্মৃতির রংধনু মেখে শ্রাবণের ধারা চোখে ভাসায় ঝরায় রোজ
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বিধবা মানবী রক্তজবা স্মৃতির প্রবাহে ভেসে চলে
আনন্দ উচ্ছ্বাস সুখশিহরণ অভিমান খুনসুটি
বেদনাহতাশা ভয়শঙ্কা আর স্বপ্নের জগতে
আর কষ্টের কান্নায় চোখ দুটি হয়ে গেছে মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাত
প্রতিদিন অবুজ সবুজ সন্তানেরা অলীক আশায় মিথ্যা আশ্বাসের মোহে
চেয়ে থাকে ঘরে বারান্দায় জানালায় বাগানে অন্তরে পথে পথে
আব্বু আসবে ভালোবাসবে আবদারে চুমোয় ভরিয়ে দেবে তৃষাতুর গাল।

মায়ের আদরে গল্পে ওরা একসময় ঘুমিয়ে পড়ে
শুধু স্বপ্নে ঘুড়ি ওড়ায় আকাশে আকাশে বাবার সাথে
তাই মাকে বায়না ধরে ওরা রোজ ঘুড়ি ওড়াবে আকাশে সকাল বিকাল
স্বজনেরা বন্ধুরা এখনো বিস্ময়ের বানে শোকে পাথরের মতো হতবাক
প্রতিদিন একটি মৃত্যুর গন্ধময় আবহ সবার হৃদয়ে নিয়ে আসে ফোরাতের বাঁক।

আমিই কেবল শোকহীন অশ্রুহীন
কেননা, আমার হাতে লেগে আছে ঘাতকের বুলেটে নিহত ভাইয়ের তাজা রক্ত
আমার হৃদয় পলাশের মতো জেগে আছে অন্যায় হত্যার প্রতিশোধে
আমার প্রতিটি রক্তকণা সারাক্ষণ বঙ্গোপসাগর হয়ে গর্জে ওঠে ক্রোধে।

মৃত্যুভয় ভুলে আমি নিজেই হয়েছি ঘাতকের উদ্ধত সঙ্গিন
পৃথিবীতে পলির মতন জমা হয়ে আছে শহিদের অনিঃশেষ ঋণ।

একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্য

মতিউর রহমান মল্লিক

একটি ধ্রুপদ বিজয় আমার ভেতরে আগুনের মতো উসকে দিয়েছে
অনেক অনেক ধ্রুব বিজয়ের নেশাগ্রস্ততা
অথবা নেশারও অধিক এক উদগ্র অতৃপ্তি
তা ছাড়া আমার কেবলই মনে হয় যে
একটি ধ্রুপদ বিজয়ই প্রথম বিজয় নয় কিম্বা শেষ বিজয়ও হতে পারে না

প্রভাত কি একবারই হয়?
সূর্য কি একবারই ওঠে?
জোয়ার কি একবারই আসে?
মূলত একটি অকাট্য বিজয় মানে হচ্ছে অসংখ্য বিজয়ের নাম–ভূমিকা
না হয় তারও আগের শুদ্ধতম পরিকল্পনাসমূহের একেকটি অবিশ্রান্ত খসড়া
যেমন কোথাও যেতে হলে মানচিত্রের খুবই দরকার হয়ে পড়ে
তার মানে এই নয় যে ইতিহাসের একেবারেই কোনো প্রয়োজন নেই

বিভীষণ কিম্বা মিরজাফরের কথা সম্পূর্ণ আলাদা
অর্থাৎ তারাও তাদেরও সাঙ্গাতদের নিয়ে
একদা উপদ্রুত উৎসবে মেতে উঠেছিল

বস্তুত একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্যে এখন আমি
এক সিরাজুদ্দৌলা ছাড়া আর কাউকেই সহ্য করতে পারছি না।

মৌলবাদী

মুহিব খান

মুসলমানের রক্তে লেখা মৌলবাদের নাম
আমরা আবার নতুন করে সেই নামে জাগলাম।

মোদের কণ্ঠে কোরান, বক্ষে ঈমান সত্য-নিরঙ্কুশ।
আর শিরায় শিরায় টগবগে খুন, নওজোয়ানির জোশ।
যাই ভেঙে যাই সামনে যা পাই
রক্ত ঢেলে তখত কাঁপাই
দ্বীনের তরে অকাতরে ভাই দিই কলিজার ঘাম।
আমরা আবার নতুন করে সেই নামে জাগলাম।

মোদের ঘুম ভেঙেছে ভাঙবে এবার অন্য সবার নিদ।
হায়দারি হাঁক হাঁকবে আবার জাগবে মুজাহিদ।
আয় বে-খবর আয় ছুটে আজ
কণ্ঠে নিয়ে হক্বের আওয়াজ
রক্ত পিয়ে, রক্ত দিয়ে চাই হতে শহিদ।

আজ আল- জেহাদের ঝড় উঠেছে সকল রণাঙ্গনে।
সেই ঝড়েই মোদের ডর ভেঙেছে ঢেউ লেগেছে খুনে।
নাস্তিকতার উপড়ে শিকড়
বিশ্ব জমিন দেবোই বুনে পাক ইলাহির নাম।
আমরা আবার নতুন করে সেই নামে জাগলাম।

মোরা অগ্নিগিরির তপ্ত লাভা রুখবে সাধ্য কার?
আজ রুখতে আগুন চাইবে যে-জন সেই হবে ছারখার!
সত্য ন্যায়ের আসবে জোয়ার
মিথ্যাচারের ভাঙবে দুয়ার
নৈতিকতার ঝড় তুফানে সব হবে চুরমার।

এই শহিদ-গাজির বাংলা ছেড়ে নাস্তিকেরা ভাগো।
আজ দিন বদলের দিন এসেছে মোল্লারা সব জাগো।

গর্জে উঠো বীরের জাতি
সইবো না আর দ্বীনের ক্ষতি
মৌলবাদের নাম ভেঙে আর চলবে না বদনাম।
আমরা আবার নতুন করে সেই নামে জাগলাম।

আসসালাতু খয়রুম মিনান নাউম

সাইফ আলি

বেলা বাড়ার সাথে সাথেই আমরা কেমন অধৈর্য হয়ে যাই
আমাদের নিঃশ্বাসগুলো দ্রুততর হয়ে ওঠে;
আমরা ভাবি, এই বুঝি সূর্য ডুবে যাবে,
অন্ধকারে নিপতিত হবে আমাদের সমস্ত আশার শিশুরা।
আমরা অস্থির হয়ে দীপ জ্বালি,
অসংখ্য দীপ,
কিন্তু তাতে অন্ধকারে কাটে না
বরং শিখা থেকে চোখ তুলে নিতেই নিকষ অন্ধকারে ডুবে যাই মুহূর্তেই!
আমরা কি জানি, আমাদের চোখ কতবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলে জ্বেলে দেয় নিজস্ব জ্যোতি?
বেলা তো গড়াবেই,
সূর্য তো অস্ত যাবে বলেই উদিত হয়;
যদি রাত্রি না নামতো আমরা কি পেতাম চন্দ্রভ্রমণের অপার মুগ্ধতা,
আমরা কি কোনোদিন অন্ধকার ছাড়া জোনাকির অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি?
না, এ অন্ধকার আমাদের কাম্য ছিল;
আমরা তো অন্ধকারেই নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখতে শিখেছিলাম।
সূর্য ডুবে যাবে এটা কোনো বড়ো বিষয় না;
আসল বিষয় হলো রাত পোহাতেই মুয়াজ্জিনের
কণ্ঠে শুনতে পাবো-
আসসালাতু খয়রুম মিনান নাউম।